ছোটগল্প

রঙ বদল

তপন দেবনাথ

সকালের নাস্তা খাবার সময় রঞ্জিত বাবু বারবার এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন। তিনি কাকে যেন চোখে চোখে খুঁজছেন। কার যেন অনুপস্থিতি মনে হচ্ছে আজ। স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে স্কুলে গেছে এটা তো জানা কথা। মা হয়তো আছেন তার ঘরে; এটা সেটা করছেন। বিলু এ বাড়ির কাজের ছেলে। আজ তাকে দেখা যাচ্ছে না কেন?
নগর সংস্কৃতি কেমন যেন একটু খাপছাড়া, খাপছাড়া মনে হয়। রঞ্জিত বাবুর নাস্তা খাবার সময় অন্যদের নাস্তা করার সময় হয় না। ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে আনার ফলে সকাল যেন এখন আরো আগে শুরু হচ্ছে। সকাল নটায় রঞ্জিত বাবুর অফিস শুরু হয়। আটটার মধ্যে নাস্তা সেরে দুপুরের খাবার নিয়ে তাকে বের হতে হয়। এখন সকাল আটটাকে ভোর বলেই মনে হয়। যাক বাবা, তবুও যদি একটু বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। জাতীয় জীবনে যদি একটু শান্তি আসে। প্রতিদিন জনসংখ্যা বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে অথচ উৎপাদন বাড়ছে না। ঘাটতি কেন হবে না? লোডশেডিং কেন হবে না? লম্বা লম্বা লেকচারে মনে সামান্য প্রশান্তি আসতে পারে কিন্তু বিদ্যুৎ ছাড়া নগরজীবনে প্রশান্তি কল্পনা করা যায় না।
একা একা বিদ্যুতের কথা বিড় বিড় করতে করতেই বিদ্যুৎ চলে গেল। অন্ধকারে রঞ্জিত বাবু নাস্তা করতে পারছেন না। বিলুকে ডাকলেন তিনি।
-বিলু, একটা মোমবাতি নিয়ে আয়তো।
নিজের ঘর থেকে সাড়া দিলেন রঞ্জিত বাবুর মা। বের হয়ে তিনি রান্নাঘরের দিকে আসছেন। মোমবাতি কোথায় থাকে তিনি তা জানেন। জানতে হয়। কারণ...।
-বিলু তো বাসায় নাই। রাখ, আমি আনছি।
-বিলু কোথায় গেল?
ছেলের কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিনি রান্নাঘরের আলমারির উপর কৌটার মধ্যে রাখা পূর্বে ব্যবহৃত মোমবাতি গ্যাসের চুলা থেকে জ্বালিয়ে ছেলের সামনে রেখে বললেন-বিলুকে ব্যাংকে পাঠিয়েছি।
-ব্যাংকে? বিলুর ব্যাংকে কী কাজ? অবাক হলেন রঞ্জিত বাবু।
-আমার কিছু টাকা ছিল, বিলুকে ব্যাংকে পাঠিয়েছি ওগুলোকে সাদা করে আনতে।
হো হো করে হাসলেন রঞ্জিত বাবু। মুখ থেকে তার খাবার পড়ে গেল। তিনি কয়েকটি কাশি দিলেন। মা এসে পাশে দাঁড়ালেন। জলের গস্নাস রঞ্জিত বাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।
-নে, জল খা। কমে যাবে।
রঞ্জিত বাবু হাসি থামালেন। জল পান করে মায়ের মুখের দিকে তাকালেন।
-এতে হাসির কী হলো? সরকার সুযোগ দিয়েছে কালো টাকা সাদা করার। ভাবলাম, টাকাগুলো ঘরে আছে এ সুযোগে সাদা করে নিই।
মৃদু হাসলেন রঞ্জিত বাবু। মা যে এখনো কোন জগতে আছে বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।
-মা, তোমার কাছে যে টাকা আছে তা কালো টাকা নয়, পুরনো টাকা। তুমি বিলুকে ব্যাংকে পাঠিয়েছ পুরনো নোটগুলো বদলিয়ে নতুন নোট আনতে। ওগুলো তো তুমি আমার কাছেও দিতে পারতে। আমি ব্যাংকে চাকরি করি আর তুমি কিনা বিলুকে পাঠিয়েছ ব্যাংকে?
-এই কাজটা তোকে দিয়ে করাবো পরে না আবার গোয়েন্দারা খোঁজখবর নিতে আসে। শেষে মানসম্মান নিয়ে টানাটানি। বিলুই এটা পারবে।
-কত টাকা তোমার?
-সব মিলিয়ে শ পাঁচেক হবে। অনেকদিন টাকাগুলো অলস হয়ে পড়ে আছে। ভাবলাম এবার যখন সরকার নিজেই সুযোগ দিয়েছে আর লুকিয়ে রাখা কেন?
-তুমি যে কী না মা। সরকার যে সুযোগ দিয়েছে সেটা অবৈধ টাকা বৈধ করার সুযোগ। তুমি যেটা ভাবছো সেটা হলো নোট বদলে নতুন নোট নেবার কথা।
-ঐ হলো আর কি।
-না, হলো না মা। তোমার বুঝতে ভুল হয়েছে।
-তোরা ব্যাংকে চাকরি করিস, সব সময় টাকার মধ্যে থাকিস। তোদের কি? আমাদের কাছে পাঁচশ টাকা অনেক টাকা। অনেক কষ্টের টাকা। টাকাগুলো এমন ময়লা আর এমন কালো হয়েছিল যে কোথাও চালাতে পারছিলাম না। সরকার সুযোগটা দিয়ে ভালোই করেছে। দশভাগ কেটে নিলে আর কত নিবে? পঞ্চাশ টাকা কেটে নিলেও তো সাড়ে চারশ থাকবে। খারাপ কি? একদমই তো চালাতে পারছিলাম না।

–পুরনো টাকা বদলিয়ে নতুন বা সচল টাকা আনতে কোনো কমিশন বা ট্যাক্স দিতে হয় না মা। ব্যাংক এটা এমনিতেই করে। কোনো নোট লেনদেনের অযোগ্য হয়ে পড়লে ব্যাংক আপনা থেকেই প্রত্যাহার করে বাজারে নতুন নোট ছাড়ে। এটা সবসময়ই চলমান।
–তোদের এত মারপ্যাঁচ তো আর আমরা বুঝি না। আমরা সেকালের মানুষ।
–সেকাল-একাল বলতে কোনো কথা না মা। বিষয়টি বুঝতে পারা হলো আসল কথা। এত সকালে যে বিলুকে পাঠালে এখনো তো ব্যাংক খোলেনি।
–না খুললেও তো খুলবে। চারদিকে যেভাবে জানাজানি হয়ে গেছে লোক তো হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কখন আবার সে সুযোগ বন্ধ করে দেয় কে জানে। সরকারের মত বদলাতে তো সময় লাগে না।
রঞ্জিত বাবুর নাস্তা করা প্রায় শেষ। বেসিনে হাত ধুয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন তিনি।
–তুমি এসব জানলে কোত্থেকে মা?
–কেন, এ নিয়ে তো প্রতিদিন রাতেই টিভিতে টক শো, ঝাল শো, মিষ্টি শো হয়। তোরা তো তখন ঘুমিয়ে পড়িস। ঐ যে মাথায় টাকওয়ালা লোকটার যেন কী নাম? তিনি তো প্রায়ই এ নিয়ে কথা বলেন। কী যেন নাম তার?
রঞ্জিত বাবু এ কথার কোনো জবাব দেয় না। বর্তমানে দেশে বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ আছেন যাদের মাথায় চুল নেই। কে, কী বলেছে আর মা কী বুঝে কে জানে।
–এখন তো অফিসের সময় হয়ে গেল মা। অফিস থেকে ফিরে ভালো করে বিকেলে বুঝিয়ে বলবো।
–আমার ঐসব বুঝে কাজ নেই। বিলু আমার টাকাগুলো সাদা করে আনতে পারলেই হলো।
মায়ের কথায় রঞ্জিত সামান্য আহত হলো। তবু কিছু বলার নেই। সেকেলে মা তার। আধুনিক অর্থনীতির মারপ্যাঁচ তার না বোঝারই কথা।
সকালের আলো আঁধারেই রঞ্জিত বাবু অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্ত্রী মলিস্নকা দরজায় এসে কলিংবেল টিপেই যাচ্ছেন। ভিতর থেকে কারো কোনো সাড়া পাচ্ছেন না। মলিস্নকা ভাবছে এরি মধ্যে বাসার সবাই মরে গেল নাকি। তা না হলে কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন? এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হলেন যে আজকের দিনের সবচাইতে মহামূল্যবান জিনিস যেটি সেটি নেই। কলিংবেল তাহলে বাজবে কী করে? ছেলেকে নিয়ে স্কুলে যাবার সময় বস্তুটি ছিল। অবশ্য সে চলে যাওয়া অথবা থাকা নির্ভর করছে তার উপর। পাবলিকের ইচ্ছে-অনিচ্ছে এখানে অর্থহীন।
মল্লিকা জোরে জোরে দরজায় টোকা দিলেন।
–দাঁড়াও বৌমা খুলছি। ভিতর থেকে শাশুড়ি বৌমাকে না দেখেই অনুমান করে কথা বললেন। এ সময় বৌমারই স্কুল থেকে ফিরে আসার কথা। চোর-ডাকাত বা ভিখারি এত সকালে আসার কথা নয়।
শাশুড়ি দরজা খুলে দেখলেন মলিস্নকাই দাঁড়িয়ে আছে। তারা দুজনে একত্রে ভিতর ঘরে ঢুকলেন। বিদ্যুৎ চলে এলো।
শাশুড়ি তার নিজের ঘরে চলে গেলেন। মলিস্নকা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বিজয়িনীর হাসি দিলেন। যেন এ মহা মুল্যবান বিদ্যুৎ তিনিই সাথে করে নিয়ে এসেছেন। যেন তার যাওয়া আসার সাথে বিদ্যুতের যাওয়া আসার সম্পর্ক এক ও অভিন্ন।
রঞ্জিত বাবু বের হতে গিয়েও স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাঁড়ালেন।
–যাও। দাঁড়ালে কেন? মলিস্নকা পারলে যেন স্বামীকে ঠেলে বের করে দেয়।
–অফিসে যাবার সময় স্বামীরা যুবতী স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেন দাঁড়ায় আর সেখানে যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তি না থাকে তাহলে কোনো রমণীকেই স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না তার কর্তব্য কী।
–বাহ্ বাহ্, কাব্য তো ভালোই জানো।
খুব দ্রুত গতিতে মলিস্নকার ঠোঁট এসে রঞ্জিত বাবুর গালে ঠেকলো।
–হলো তো? এলিস্নকার ঝাঁঝালো প্রশ্ন।
রঞ্জিত বাবু কোনো উত্তর দিলেন না। মনে হয় অনেক দিনের পাওয়া কোনো জিনিস সুদাসলে উসুল করে নিলেন। রঞ্জিত বাবু বের হয়ে গেলেন।
দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে মলিস্নকা দরজা বন্ধ করে ভিতর ঘরে এলো। সারা ঘরে বিলুর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না অথচ এ সময় সে সারা ঘরে ঘুরঘুর করে। কারণ এসময় তার কিছু করার থাকে না।
–বিলুকে কোথাও পাঠিয়েছেন নাকি মা? ও কে যে দেখছি না? কথা বলতে বলতে মলিস্নকা শাশুড়ির ঘরে প্রবেশ করলো।
–বিলুকে ব্যাংকে পাঠিয়েছি।
–ব্যাংকে ওর কী কাজ? খানিকটা যেন অবাক হলো মলিস্নকা।
–আমার কিছু কালো টাকা আছে, ওগুলো ব্যাংক থেকে সাদা করে আনতে পাঠিয়েছি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মলিস্নকা। কালো টাকা, সাদা টাকার বিষয়টি সে পরিষ্কার বুঝলো না।
–বুঝলে না তো? বসো বলছি।

মলিস্নকা উৎসুক দৃষ্টিতে শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে পা তুলে খাটের এক কোনায় বসলো।
–তোমার স্বামী ব্যাংকে চাকরি করে আর তুমি কালো টাকা, সাদা টাকার বিষয়টা জানো না?
–আপনার ছেলে তো আমাকে কিছু বলে না মা। তাছাড়া সাদা টাকা, কালো টাকা বলতে যে কোনো পার্থক্য আছে সেটাই তো আমি জানি না। ইদানীং এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় খুব লেখালেখি হচ্ছে, টিভিতে ঝাল শো, রেডিওতে টক শো হচ্ছে আমি বেশি পাত্তা দিইনি।
–পাত্তা না দিয়ে ভুল করছো। সরকার একটা সুযোগ দিয়েছে ১০ ভাগ কমিশন দিলে সব কালো টাকা সাদা করে দেবে। আমি ভাবলাম খারাপ কী? ১০ ভাগ কমিশন দিলেও তো সাড়ে চারশো থাকবে। টাকাগুলো এমন কালো হয়ে গিয়েছিল যে চালাতেই পারছিলাম না।
শাশুড়ির কথা শুনে মলিস্নকা উশখুশ করছে। সে যেন কিছু বলতে চায়।
–তুমি কিছু বলবে বৌমা? বলো এখানে তো আর কেউ নেই। আমরা দুজনই তো।
–না, মানে আপনার যে টাকা সে টাকা কালো টাকা নয়। পুরনো টাকা। যে টাকা আয়ের কোনো উৎস প্রকাশ করা যায় না সেটা হচ্ছে কালো টাকা। আমার কাছে কিছু টাকা আছে, সেগুলো কালো টাকা। এ সুযোগে কি সাদা করে নেবো?
–সুযোগ যখন দিয়েছে তাহলে করবে না কেন? কত টাকা তোমার?
–সব মিলিয়ে হাজারখানেক হবে হয়তো।
–স্বামী চাকরি করলে স্ত্রী কোথায় টাকা পায় সে প্রশ্ন যথাযথ নয় তবুও জিজ্ঞাসা করছি এ টাকা কোথায় পেলে?
–কোথায় আর পাবো? আপনার ছেলের জামা-প্যান্ট ধোয়ার সময় পকেটে যা পেয়েছি আর ফেরত দিইনি। অনুর সকালের নাস্তা কেনার পর যা বেঁচে যায় রেখে দিয়েছি।
–তাহলে তো এ টাকার উৎস আছে। স্বামীর টাকা স্ত্রী...। এটা কালো টাকা হলো কী করে?
–একটা নিবন্ধ দেখেছিলাম। ওটা পড়ে দেখি আসলে ব্যাপারটা কী? বিলু আগে আসুক, দেখি আপনার টাকার কী খবর নিয়ে আসে। দরকার হলে ওকে আবার পাঠাবো।
–ঠিক আছে, আগে তুমি পেপারটা পড়, তারপর দেখ তোমার টাকা কোন শ্রেণীতে পড়ে কালো না সাদা। কালো শ্রেণীভুক্ত হলে সাদা করে নেবে। অসুবিধা কী?
অনেকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বিলু এসে কলিংবেল টিপতে লাগলো। রঞ্জিত বাবুর মা এসে দরজা খুলে দিলেন।
–কিরে, এমন হাঁপাচ্ছিস কেন?
–ঘরে চলেন, তারপর বলছি। বিলু ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে।
–টাকা বদলাতে পারলি?
–পারলাম মানে? এই যে দেখেন নতুন সাদা টাকা। আজকে সকালেই বানিয়েছে।
–কমিশন রাখলো?
–কীসের আবার কমিশন? ব্যাংকের কাউন্টার খোলার আগেই আমি মেইন গেটে তালার কাছে দাঁড়ালাম। বন্দুকওয়ালা লোকটা যেই না গেটটা খুললো আমি সুড়সুড় করে ঢুকে পড়লাম। সোজা চলে গেলাম ক্যাশিয়ার কাউন্টারে। টাকাগুলো দিয়ে বললাম, এই কালো টাকগুলো রেখে সাদা টাকা দিন। প্রথমে লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। তারপর টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে একটু মুখ ভেংচি দিলো। আমিও কম সেয়ানা না। তার মুখ ভেংচি দেখে বললাম, আমার সাহেব অগ্রণী ব্যাংকের বড় অফিসার। তার মা টাকাগুলো দিয়েছেন।
–সর্বনাশ করেছিস বিলু। রঞ্জিতের নাম বললি কেন? রঞ্জিত তোকে কেটে ফেলবে।
–আপনি কি পাগল হয়েছেন মাসি? আমি কি দাদার নাম বলেছি নাকি? আপনার নামও তো বলিনি। আপনার ঐ বিদঘুটে নাম আমার মনেও থাকে না। সুলক্ষণা! এটা কোনো নাম হলো? আজকের দিনে এসব নাম চলে না। এই বিলু জিনিয়াসের নামও তো ঐ বেটা জানতে পারেনি। বলেন, কেমন খেলটা দেখালাম সকালবেলা?
–বড়দের নাম নিয়ে কটাক্ষ করলে তোকে থাপ্পড় মারবো বিলু। তারপর কী করলি বল? পুরো টাকা দিয়েছে?
–পুরো টাকা নয় তো কম নাকি? গুনে দেখুন। কচকচে নোট। সাদা টাকা। আপনি গেলে পারতেন? এই বিলুকে তো চিনলেন না।
–তুই থামবি বিলু, দে টাকা দে।
–থামতে বললে থামবো। কাজটা না পারলে তো বলতেন আমার মাথায় ঘিলু নাই। মন্ত্রীদের মতো আমি সারাদিন কথা বলি, কাজ পারি না। এই নেন আপনার টাকা।
টাকাগুলো হাতে নিয়ে সুলক্ষণা গন্ধ শুঁকে দেখলেন। নতুন নোটের একটা সুন্দর গন্ধ। মনে মনে বললেন, বিলুটা কথা একটু বেশি বললেও কাজে পাকা। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তিনি বিশ টাকার একটি নোট বিলুর হাতে দিলেন।
–নে ধর।
–আবার কী আনতে হবে? বিলু একটু বিরক্ত হলো কারণ এখনো নাস্তা খাওয়া হয়নি।
–কিছু আনতে হবে না। এটা তোকে দিলাম। এত বড় একটা কাজ করে দিলি।
পরমানন্দে হাত বাড়িয়ে বিলু টাকাটা নিলো। সযতনে পকেটে রাখলো। দিনের শুরুটা খারাপ হয়নি তার। হাত মুখ ধুতে বিলু বাথরুমে চলে গেল।

টাকাগুলোর গন্ধ আর একবার শুঁকে সুলক্ষণা তা আলমারিতে তুলে রাখলেন। অনেকদিন পর একটা ঝামেলা থেকে মুক্ত হলেন তিনি।
বিলু নাস্তা করার সময় মলিস্নকা ও সুলক্ষণা দুজন বিলুর দুপাশের চেয়ারে বসলো।
–আপনার কালো টাকা বিলু কি সাদা করে এনে দিতে পেরেছে মা?
–হ্যাঁ, পারলো তো। ব্যাংকে তো কোনো কমিশন রাখলো না। পুরোটাই দিয়ে দিলো। ওকে বিশ টাকা কমিশন দিলাম। এতদিন পর বিলু একটা কাজের কাজ করলো।
মুখের খাবার শেষ না করেই বিলু বিকৃতকণ্ঠে জবাব দিলো, বিলু কোন কাজটাই কাজের কাজ করেনা ? সব কথা বলে দেবেন না মাসি আমি শরম পাই।
–কোন কথা? সুলক্ষণা একটু অপ্রস্তুত হলেন।
–ঐ যে বললেন বিশ টাকা কমিশন দিয়েছেন। আমি কি কমিশন চেয়েছি? মুখের খাবার শেষ করে জল পান করলো বিলু।
–ওরে বাবারে বাবা, এত মানসমমান ? সরকার যে কালো টাকার উপর ১০ ভাগ কমিশন নিয়ে সাদা করে দিচ্ছে সরকারের শরম করে না?
–সে কথা সরকারকে জিজ্ঞেস করেন। আমি তো সরকার না। সরকারের শরম না থাকতে পারে, আমার আছে। আমি যে আপনাদের বাসায় কাজ করি সে জন্য তো বেতন দেন, ফ্রি তো করি না।
–থাক বাবা, আর বলবো না। ভুল হয়ে গেছে। নাস্তা শেষ করে বাজারে যা। আজ আমার পান আনতে যদি ভুল করিস তাহলে তোর ঠ্যাং আমি ভেঙে দেবো। বলেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে যাচ্ছিলেন।
–মা। মল্লিকা শাশুড়িকে কিছু বলতে চায়।
–কিছু বলবে? সুলক্ষণা দাঁড়ালেন।
–বলছিলাম কি, সময় থাকতে যদি আমার কালো টাকাগুলো সাদা করে এনে রাখি?
–রাখবে। দোষ কী? পেপার পড়ে দেখেছো তোমার টাকা কোন শ্রেণীতে পড়ে?
–হ্যাঁ দেখেছি। যে টাকা আয়ের কোনো প্রকাশ্য সূত্র বলা যায় না সে টাকাই কালো টাকা। সোজা কথা দু নম্বরি টাকাই হচ্ছে কালো টাকা। দশভাগ কমিশন দেবার পর কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারবে না এ টাকার উৎস কী? আমার কালো টাকা সাদা করে আনার পর আপনি বা আপনার ছেলেও জানতে চাইতে পারবেন না ঐ টাকা আমি কোথায় পেয়েছিলাম। ১০ ভাগ কমিশন দেবার পরই ৯০ ভাগ টাকা একটি অলিখিত শক্তি অর্জন করবে। টাকাগুলো কি বিলুকে দেবো?
–দাও, পারলে দাও।
–বিলু যদি আবার? মলিস্নকা একটি অজানা আশঙ্কা প্রকাশ করলো।
–এই বিলুর উপর ভরসা রাখেন বৌদি। বিলু পারে না এমন কোনো কাজ আছে? সকালে দেখলেন না মাসিকে কেমন কচকচে নোট এনে দিলাম। কোনো কমিশন তো ব্যাংকে দিই নাই। ওরা আর কত চালাক এই বিলু তার চেয়ে বেশি চালাক। টাকাটা হাতে পাবার পর আর পিছন দিকে ফিরেই তাকাই নাই। বিলু নাস্তা খাওয়া শেষ করলো।
–তুই এত চালাক কবে হলিরে বিলু? মলিস্নকার প্রশ্ন।
–এটা না ডিজিটাল যুগ বৌদি। এখন চলছে দিন বদলের পালা। এ যুগে চালাক না হলে সবাই ঠকাবে। চালাক না হলে সকালে এই অসাধ্য কাজটি করতে পারতাম?
–তা অবশ্য ঠিক বলেছিস। মলিস্নকা জবাব দিলো।
–আমার নাস্তা শেষ। বাজারের টাকা দিন আর আপনার কালো টাকা দিন। সব কাজ একবারে সেরে আসবো।
–বারবার একই ব্যাংকে যাবি বিলু? ব্যাংকের লোকেরা সন্দেহ করবে না এত কালো টাকা তুই পেলি কোথায়?
–বিলু জিনিয়াস এত বোকা না। বারবার একই ব্যাংকে যাবে কেন? ঢাকা শহরে কি ব্যাংকের অভাব আছে নাকি?
–ঠিক বলেছিস। দাঁড়া এখানে আমি টাকা নিয়ে আসি।
–দাঁড়িয়ে থাকবো? বসে বসে চা-টা খাই।
–তুই না বিলু। মলিস্নকা বাজারের টাকা এবং তথাকথিত কালো টাকা আনার জন্য নিজের ঘরে চলে গেল।
কয়েক মিনিটের মধ্যে মলিস্নকা এক হাতে বাজারের টাকা এবং অন্য হাতে তার কালো টাকা নিয়ে ফিরে এলো।
–ধর বিলু। এটা বাজারের টাকা আর এটা আমার কালো টাকা। সব কাজ ঠিকঠাক মতো করে আসবি। আর শোন, ব্যাংকে কিন্তু আমাদের নাম বলবি না যেন।
–কি যে বলেন না বৌদি। আপনাদের নাম বলবো? জানতে চাইলে তো আমার নিজের নামই বলবো আর একটা।
ব্যাগ হাতে বিলু বের হয়ে যাচ্ছিল। দরজার কাছে গিয়ে আবার সে ফিরে এলা।
–কিরে, তুই ফিরে এলি যে? কিছু ফেলে গেছিস?
–না মানে। বিলু আমতা আমতা করছে। সে কিছু বলতে চায়।
–কী মানে মানে করছিস। বল, কিছু বলার থাকলে বল।

–না বলছিলাম কী, কেউ যদি বাজার করতে গিয়ে ২/৪ টাকা ডান বাম করে তবে ঐ ডান বাম করা টাকাটা কোন শ্রেণীর টাকায় পড়ে? সাদা না কালো?
–কালো। কালো শ্রেণীতে পড়ে। তুই বাজারের টাকা ডান বাম করিস নাকি বিলু?
–না না। আমি ডান বাম করবো কেন? মনে এলো তাই জিজ্ঞাসা করলাম। বিলু দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলো।
–তোকে যে আমার সন্দেহ হয় বিলু।
–সন্দেহ হলে আমি বাজার করতে যাবার সময় আমার সাথে এনবিআর-এর লোক দিবেন। তারা দেখবে আমি কী করি।
–এই কয়েকশ টাকার বাজার করতে এনবিআর-এর লোক যাবে তোর সাথে? তাদের কাজ কী তুই জানিস?
–কেন জানবো না? মানুষ কী করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয় সে কথাও জানি।
–তো সবজান্তা এবার বাজারে যাও। ফিরে এলে তোমার সাথে এ ব্যাপারে কথা হবে।
মুখটা ভার করে বিলু বাজারের পথে হাঁটছে। সকালে গিয়েছে অগ্রণী ব্যাংকে। এবার যাবে জনতা ব্যাংকে। নিজের গালে সে নিজে থাপ্পড় মারলো। কেন সে বৌদিকে বাজারের ডান বামের কথাটা বলতে গেল? বৌদি তো তাকে এখন সন্দেহ করছে। বাজারের ডান বাম করা টাকা যদি কালো টাকা হয় তাহলে তা সাদা করার জন্য ব্যাংক রয়েছে। এই মুহূর্তে বিলুর নিজেকে জিনিয়াস ভাবতে ইচ্ছে করছে না। নিজেকে তার বুদ্ধু ভাবতে ইচ্ছে করছে। নিজের গালে আর একটা চড় মেরে একা একা বিড়বিড় করতে করতে বিলু বাজারের পথে হাঁটছে।
বিলু বাজারে যাবার পর উদাস মনে মলিস্নকা একা নিজের ঘরে বসে আছে। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে তার। কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে বলে তার মনে হয়। নিজের একান্ত গোপন কাজ কারবার অবলীলায় সে শাশুড়িকে বলে দিয়েছে, বিলুও এখন জানতে পারলো। এরপর স্বামীর কানে যাবে। কে কী মন্তব্য করবে কে জানে।
মলিস্নকার উদাসী মনের ভাবনাগুলো ধাক্কা খেলো শাশুরির ডাকে। মলিস্নকার ঘরের সামনে দিয়ে তিনি রান্নাঘরে যাচ্ছিলেন।
–বিলুকে পানের কথা বলেছিলে বৌমা?
–হ্যাঁ বলেছি মা। বাজার লিস্টের ১ নম্বরে লিখেছি পানের নাম। মল্লিকা নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এলো। অকারণে সে শাশুড়ির সাথে রান্নাঘরের দিকে হাঁটতে লাগলো।
–তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন বৌমা? শরীর খারাপ করেছে নাকি?
–না, শরীর খারাপ করেনি। মন খারাপ করেছে।
–মন খারাপ করেছো কেন? এই সকালের মধ্যে আবার কী হলো?
–মনে হয় একটা ভুল করেছি।
–ভুল করেছো? কোনটা ভুল? খুলে বলো।
–না, মানে এই কালো টাকাগুলো বের করা, সাদা করতে পাঠানো, লোক জানাজানি এটাকে তুমি ভুল বলছো ? স্বামীর টাকা স্ত্রী একটু এদিক সেদিক করলে সেটা যে গুরুতর অন্যায় এমন কথা আমার জানা নেই। আমি তোমার শ্বশুরের টাকা এদিক ওদিক করেছি না? তাছাড়া স্বামীর টাকায় তো স্ত্রীর অধিকার রয়েছে।
–কিন্তু গোপনীয়তা তো আর থাকলো না, মা।
–তুমি যে কিনা বৌমা। কালো টাকা সাদা করার জন্য সরকার যেখান সুযোগ করে দিয়েছে সেখানে গোপন ব্যাপার-স্যাপার নেই। ব্যাংকে কি গোপন লেনদেনের ব্যাপার আছে নাকি? তোমার কালো টাকা ব্যাংকে নিয়ে যাবে, দশভাগ কর দিয়ে সাদা করে নিয়ে আসবে। এরচেয়ে সহজ আর কোনো কাজ হয় নাকি? দেখলে না বিলু আমার টাকা কীভাবে অতি সহজে সাদা করে নিয়ে এলো। তোমার টাকাও সাদা করে নিয়ে এলো বলে। দেখবে হয়তো তোমার টাকা থেকেও কর রাখেনি।
শাশুড়ির কথায় মন ভরে না মলিস্নকার। নিজেকে তার অপরাধী অপরাধী মনে হয়। যে টাকা আয়ের কোনো সূত্র প্রকাশ্যে বলা যায় না তা-ই কালো টাকা, অবৈধ টাকা। মলিস্নকা স্বামীর পকেট থেকে এ টাকা মেরেছে সে কথা সে স্বামীকে বলতে পারছে না। সুতরাং এগুলো কালো টাকা।
আবার ভাবছে মল্লিকা স্বামীর টাকা মেরে সে যদি কোনো অন্যায় বা পাপ করে থাকে তাহলে সে অন্যায় বা পাপের বোঝাতো সরকারই মাথা পেতে নিচ্ছে। কালো টাকার জন্য দশভাগ কর দিলেই তা সাদা হয়ে গেল। হারামটা হালাল হয়ে গেল। সব পাপ চুষে নিলো ১০% কর। কোনো অন্যায় বা পাপাচার করলেও তার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কি সুন্দর ও সহজ একটি রাস্থা পেয়ে গেল সে। এবার থেকে স্বামীর পুরো মানিব্যাগ মেরে দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। রাস্তা তো খোলা আছেই। টাকার উৎস প্রকাশ করতে হবে না। কোনো আইন আদালতের ব্যাপার নেই। কি মজা!
বিলু টাকা ও বাজার নিয়ে বাসায় ফিরলো। মনে তার আনন্দ আর ধরছে না। মাসি তো বিশ টাকা দিয়েছে, বৌদিও যদি কিছু দেয় তো একটা বাড়তি ইনকাম হয়ে গেল। বৌদির টাকা থেকেও ব্যাংকে কমিশন রাখেনি। সুতরাং ব্যাংকের কমিশনটা তারই প্রাপ্য। যে সুন্দর ও নতুন একটা এক হাজার টাকার নোট নিয়ে এলো বৌদি খুশি

না হয়ে পারবে না। মাসীর জন্য রাজশাহীর তাজা পান। মাসী যদি বৌদির দিকে নজর দেয় আর বৌদি যদি আমার দিকে নজর দেয় তো বিলুকে আর পায় কে। পুর্ণিমা হলে নতুন ছবি লাগিয়েছে। নিজের টাকাটা তাহলে বাঁচে।

বিলু কলিংবেল টিপতেই মলিস্নকা এসে দরজা খুললো। বিলু আসার জন্য সে যেন অপেক্ষা করছিল।

–কিরে সব কাজ শেষ করে এসেছিস তো?

–বিলু আবার অর্ধেক কাজ করে ফিরেছে নাকি কখনো? ঘরে চলেন, বলছি সব।

মল্লিকা বিলুর হাত থেকে বাজার ব্যাগগুলো নিয়ে রান্নাঘরে রাখলো। বিলু বাথরুমে ঢুকে হাত পা ধুয়ে ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ার টেনে বসলো। বিলু বাজারে কী কাজ করে এলো তা জানতে সুলক্ষণাও ডাইনিং টেবিলের কাছে এলেন।

–বল দেখি বিলু কী করে এলি? মলিস্নকা বললো।

বিলু জামার পকেটে হাত দিয়ে এক হাজার টাকার নোটটা মলিস্নকার দিকে এগিয়ে দিলো। নতুন নোট। মলিস্নকা নোটটার গন্ধ শুঁকে দেখলো। সে খুবই খুশি হলো। দেশে এক হাজার টাকার নোট চালু হবার পর মলিস্নকা এই প্রথম দেখলো। নোটটা ভাঁজ করে বাম হাতের মুঠে রেখে মলিস্নকা বলল,

–ব্যাংকে টাকা কেটে রাখেনি তো বিলু?

–বিলুর থেকে টাকা কেটে রাখবে? এত সাহস ব্যাংকের লোকের? টাকাগুলো দিয়ে বললাম এক হাজার টাকার একটা নোট দিন। লোকটা আমাকে কাউন্টারে দাঁড় করিয়ে রেখে একটা রুমে গেল। মনে হয় সেখান থেকে টাকা বানিয়ে আনলো। নোটটা আমার হাতে দিয়ে বললো, যা ভাগ। তিনি ভাগ না বললেও আমি ভাগতাম। আমার কাজ শেষে আমি কি সেখানে বসে থাকবো নাকি? বলুন তো বৌদি আমি এক হাজার টাকার নোট চাইলাম কেন?

–কেন চাইলি? মলিস্নকা প্রশ্ন করলো।

–যাতে লোকটা কমিশন রাখার সুযোগ না পায়। এক হাজার টাকার নোট থেকে তো ছিঁড়ে বা কেটে কমিশন রাখতে পারবে না। বলেন তো লোকটাকে কেমন দেখালাম? মাসির পান দেখেছেন? রাজশাহীর পান। আজ সকালেই কেবল ঢাকা এসে পৌঁছালো। বিলু একবার মলিস্নকা একবার সুলক্ষণার চোখের দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছে। সুলক্ষণা বাজার ব্যাগ থেকে পানের বিড়াটি বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন। বেশ ভালো, তাজা পান।

–এখানে বস বিলু। আমি আসছি। ফিরে এসে বিলুর হাতে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট দিয়ে বললো, নে ধর। এটা তোর।

বিলু মলিস্নকার মুখের দিকে তাকালো। পঞ্চাশ টাকা পেয়ে মনে হয় বিলু খুশি নয়।

–ব্যাংকে কমিশন রাখলে তো একশ টাকা রাখতো বৌদি।

–আর তো খুচরো টাকা নেই, বিলু। এক হাজার টাকার নোট কেটে বা ছিঁড়ে তো দেয়া যায় না। তাছাড়া আমি তো আছি। শুক্রবার এলেই তো পুর্ণিমা হলে যেতে মন চাইবে। যতবার ২/৪ টাকা দিয়েছি, কখনো কি ফেরত চেয়েছি? আবার লাগলে দেবো।

ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল বিলু। বৌদি ২/৪ টাকা তাকে মাঝে মাঝে দেয় এ কথা সত্য কিন্তু আজ এমনটি হবে কে জানতো? সে যদি এক হাজার টাকার একটি নোট না এনে পাঁচশ টাকার একটি এবং একশ টাকার পাঁচটি নোট আনতো তাহলে বৌদি হয়তো একশ টাকার একটি নোটই তাকে দিয়ে দিতো। নিজের উপর আবার রাগ হলো বিলুর। সবকিছু আগে করে বুঝতে পারা খুব কঠিন কাজ।

বিকেল বেলা। সন্ধ্যে হতে এখনো অনেক দেরি। গত মাসে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা সামনে এগিয়ে দেওয়াতে এখন সন্ধ্যে হয় দেরি করে। আগের তুলনায় একঘণ্টা পর। রঞ্জিত বাবু অফিস থেকে বাসায় ফিরলেন। বাসায় সবাইকে অন্য দিনের তুলনায় কেমন যেন খুশি খুশি লাগছে তার কাছে। বিলুকেই বেশি খুশি মনে হচ্ছে। ড্রয়িংরুমে বসলেন রঞ্জিত বাবু। একে একে সবাই এসে ড্রয়িংরুমে বসলো। অলস বিকেল। বিলু কিছু বলার জন্য কাচুমাচু করছে। তার মুখে যেন তুরতুর করছে।

–তুই কি কিছু বলবি বিলু? প্রশ্ন করলেন রঞ্জিত বাবু।

–একটা বিপস্নব ঘটিয়েছি আজ। সব কালো টাকা সাদা করে এনেছি।

কড়া চোখে মলিস্নকা বিলুর চোখের দিকে তাকালো। সে তাকানোর ভাষা এমন কঠিন যে আমার নাম বলেছিস তো তোর মুন্ডুপাত করবো।

বিলু কী বিল্পব ঘটিয়েছে সেটা বুঝতে রঞ্জিত বাবুর কোনো কষ্টই হয়নি। পুরনো নোট দিয়ে ব্যাংক থেকে বদলিয়ে সচল নোট এনেছে এটাই এদের কাছে কালো টাকা সাদা করা।

–তুই যা ভাবছিস বিলু কালো টাকা সাদা করার কাহিনী এটা নয়। সে কাহিনী অন্যখানে।

–অন্যখানে? কোন খানে? বলেন না একটু শুনি?

–তুই কী বুঝবি সেসব?

–বিলু না বুঝলে আর কি বোঝার কেউ নাই নাকি? বল, আমরা শুনবো। মল্লিকা বললো।

–বুঝবো না কেন? টাকা-পয়সার হিসাব আমি খারাপ বুঝি না। কেউ আমাকে ঠকালে সেটাও বুঝি।

এবার সুলক্ষণা ও মলিস্নকা ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে বিলুর দিকে তাকালো। বিলু একবার তাদের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে মাথা নিচু করলো।
–তুই যে পাঁচশ বা হাজার টাকার কথা বলছিস সেগুলো কালো টাকা নয় বিলু। কালো টাকার পরিমাণ হলো শত শত কোটি, হাজার হাজার কোটি, লক্ষ লক্ষ কোটি।
রঞ্জিত বাবুর কথা শুনে অবাক হয় বিলু। কোটি টাকা কি পরিমাণ টাকা অনুমান করতে পারে না সে। লোকের কাছে এত টাকা আসে কী করে , তাও সে বুঝতে পারে না।
বিলুর দিকে তাকালেন রঞ্জিত বাবু। বিলু মাথা নিচু করে কার্পেটের উপর বসে আছে। তার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। বিদ্যাটা তার কোথায় যেন এসে ঠেকে গেছে।
–কিরে বিলু, কিছু বলছিস না যে? প্রশ্ন করলেন রঞ্জিত বাড়ু।
রাজ্যের সমস্ত কালো মেঘ যেন বিলুকে আচ্ছন্ন করলো। মলিন মুখে, অসহায় দৃষ্টিতে অনেকটা অপরাধীর মতো বিলু রঞ্জিত বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, কী বলবো?
বিলুর যেন মনে হচ্ছে দেশের সকল কালো টাকার জন্য সে-ই দায়ী।
–এই যে বললি না কী বিপ্লব ঘটিয়েছিস?
–আমার কাজ তো আমার কাছে বিপস্নব বলেই মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল আপনিও আমার প্রশংসা করবেন, কিছু কমিশন দিবেন। কিন্তু আপনার কথা শুনে তো আমি নাই হয়ে গেলাম।
–লোকের কাছে কোটি কোটি কালো টাকা জমে কী করে? প্রশ্ন করলো মলিস্নকা।
–আরে কোটি কোটি টাকা হলে তো কোনো কথাই ছিল না। দেশে শত শত কোটি কালো টাকার মালিক রয়েছে। উত্তর দিলেন রঞ্জিত বাবু।
–এই টাকা তারা পায় কোথায়? সুলক্ষণার প্রশ্ন।
–ঘুষ, দুনীতি, কালোবাজারি, চোরাচালানি করে এসব টাকা আয় করে।
–সরকার কি জানে কাদের কাছে এসব টাকা আছে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো মলিস্নকা।
–খুব ভালো করেই জানে। জানে বলেই তো কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়েছে।
–এসব কী বলছিস রঞ্জিত? অবৈধভাবে আয় করা টাকা দশভাগ সরকারকে কর দিলেই বৈধ হয়ে যাবে এটা কেমন কথা? এতো দেখছি সরকার অবৈধভাবে টাকা আয় করার একটা রাস্তা করে দিলো। সুলক্ষণা বললেন।
–আমি কী বলবো মা ? আমি তো নীতিনির্ধারণ করি না। আমি একজন কর্মচারি মাত্র।
–কালো টাকার মালিককে সরকার ধরছে না কেন? এলিস্নকার ঝাঁঝালো প্রশ্ন।
–ধরছে না কেন তার আমি কী জানি?
–তুমি না জানলেও আমি বুঝতে পারছি কেন ধরছে না আর কেনই বা কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়েছে। দেশে কি পরিমাণ কালো টাকা আছে বললে? মলিস্নকা প্রশ্ন করলো।
–পঞ্চাশ লক্ষ কোটি। রঞ্জিত বাবু জবাব দিলেন।
–পঞ্চাশ লক্ষ কোটি! হতবাক হলো মলিস্নকা। অবাক বিস্ময়ে সুলক্ষণা একবার ছেলের মুখের দিকে, একবার বৌমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না এই পরিমাণ টাকা ঠিক কত টাকা। বিলু ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে সবার মুখপানে তাকাচ্ছে। কোনো কথা বলছে না। অনু নিজের ঘরে পড়ালেখা করছে।
–এক কোটি টাকা কতগুলি টাকারে রঞ্জিত? সুলক্ষণা বললেন।
–পাঁচশো টাকার দুশো বান্ডিল একত্র করলে এক কোটি টাকা হয়। এক হাজার টাকার একশ বান্ডিল।
–তুই কখনো একসাথে এক কোটি টাকা দেখেছিস? আমি দেখিনি কখনো!
–আমি ব্যাংকে কাজ করি, আমাকে তো মাঝে মাঝে দেখতেই হয়।
–আমাকে কি একদিন ব্যাংকে নিয়ে একসাথে এক কোটি টাকা দেখাতে পারবি? আমি তো এক সাথে এক লাখ টাকাও কখনো দেখিনি। নিয়ে যাবি একদিন?
আমতা আমতা করছে রঞ্জিত। সংরক্ষিত কক্ষে মাকে নিয়ে টাকা দেখানো ব্যাংকের নিয়মে পড়ে না। তাছাড়া সবসময় এককোটি টাকা ক্যাশ থাকেও না।
সুলক্ষণার কথা শুনে বিলু একটু নড়েচড়ে বসলো। মাসি যদি ব্যাংকে এককোটি টাকা দেখাতে যায় তাহলে সেও মাসির সাথে যাবে। দেখে আসবে এককোটি টাকা কত টাকা।
খানিকক্ষণ নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলছে না। বিলু উঠে যাবার জন্য উদ্যত হলো।
নীরবতা ভঙ্গ করলেন সুলক্ষণা।
–আমাদের সময় লোকজন এত খাই খাই করতো না। যার যা ছিল সে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। এখনকার লোকগুলোর যেন খাই আর মেটে না। পারলে পুরো দেশটা গিলে খায় আরকি। চারিদিকে কেন এত অশান্তি? শুধু এই খাই খাই মেটে না বলেই। রাজ্যের সব টাকা কী করে তাদের হয়ে গেল? টাকা কি হেঁটে হেঁটে তাদের কাছে চলে গেছে? কত মিথ্যে কথা তারা বলে, কত পাপাচার করে, কত মানুষের জীবন সংহার করে তারা টাকার পাহাড় গড়েছে। লজ্জায় আমার কান্না করতে ইচ্ছে করছে।
শাশুড়ির কথায় সুর মেলালো মলিস্নকা। রাগে যেন তারও গা জ্বলে যাচ্ছে।

-ঠিকই বলেছেন মা। প্রতিদিন খবরের কাগজগুলোতে দেশের নামিদামি মানুষের যে অপকর্মের ফিরিস্তি বের হচ্ছে এরপর এরা সমাজে কী করে মুখ দেখায়, আবার কী করে রেডিও-টিভিতে কথা বলে আমার ভাবতে অবাক লাগছে। মানুষ কতটা নির্লজ্জ হতে পারে? এত লোভ কেন এদের? আপনাদের গ্রামের কুব্বত মাস্টারের কথা যেন একদিন কী বলেছিলেন মা?
-বলেছিলাম কুব্বত মাস্টার যখন কলিকাতা থেকে বিএ পাশ করে প্রথম গ্রামের বাড়ি গেল, সারা গ্রামের লোক তাকে দেখতে গেল। সে কি সম্মান তার, সে কি মর্যাদা। সারা গ্রামে ধন্য ধন্য রব উঠলো। শিক্ষিত লোককে তখন মানুষ সাক্ষাৎ দেবতা মনে করতো। আর এখনকার লোকগুলো ৪/৫টি করে ডিগ্রি অর্জন করে হিংস্র জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে অবৈধ টাকা অর্জনের কাজে। ধিক তাদের। কুব্বত মাস্টার যদি এখন বেঁচে থাকতো তাহলে হয়তো লজ্জায় গলায় দড়ি দিতো। এসব শোনার আগে মরে গিয়ে ভালোই করেছে। সুলক্ষণা সোফা ছেড়ে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন।
-মাসি এসব কী বলে গেলেন দাদা? বিলু করুনভাবে রঞ্জিতকে প্রশ্ন করলো। মলিস্নকা আগেই এখান থেকে চলে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।
-চারদিকে এমন অনিয়ম দেখে মা খুব অস্বস্থি বোধ করছে। তাঁর খুব লজ্জা হচ্ছে শিক্ষিত লোকদের লজ্জাজনক কাজ কারবার দেখে।
-লজ্জা তো আমারও হচ্ছে। বিলু যেন সুলক্ষণার সমব্যথী।
-তোর লজ্জা হচ্ছে? তোর লজ্জা হবে কেন? তুই কি কালো টাকার মালিক?
-কার কার কাছে কালো টাকা আছে আমি ২/১ জনের কথা বলতে পারি। লজ্জা হচ্ছে সে মানুষগুলোর কথা ভেবে।
-এত বেশি বুঝতে নেইরে বিলু। বেশি বুঝলে বেশি বিপদ।
-বিপদের সাগরের মধ্যেই তো আছি। বিপদের সাগরে বাস করে বিপদকে আবার ভয় কি ?
রঞ্জিত বাবু বিলুর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

– – –

-লস এঞ্জেলেস
০৭/০৮/০৯